শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-প্রীতে

রসরাজ-মহাভাব-স্বরূপায়

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরায়

সমর্পণমস্তু।

তৃতীয় সংস্করণে নিবেদন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় এবং ভক্তবৃন্দের আশীর্ব্বাদে শ্রীগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে আদিলীলা প্রকাশিত হইল। মধ্য এবং অন্ত্যলীলা প্রকাশেও যাহাতে অযথা বিলম্ব না হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। এখন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা।

এই সংস্করণে গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা স্থলবিশেষে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; ফলে কেবল আদিলীলার কলেবরই দ্বিতীয় সংস্করণের এক অষ্টমাংশ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই সংস্করণের ভূমিকাতেও কয়েকটী নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে; তাই ভূমিকার কলেবরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ছাপাখরচ এবং কাগজের মূল্য, দ্বিতীয় সংস্করণের সময় যাহা ছিল, এখন তাহার প্রায় চারি পাঁচ গুণ অধিক। তাই গ্রন্থপ্রকাশের ব্যয় এবার অনেক বেশী পড়িতেছে। তজ্জন্য গ্রন্থের মূল্যও এবার বেশী। তবে, এই আয়তনের গ্রন্থের বাজার-মূল্য আজ কাল যাহা দেখা যায়, তাহা অপেক্ষা অনেক কমই হইয়াছে। আদিলীলার খরচ পড়িয়াছে প্রতিখণ্ডে সাত টাকা। গ্রন্থ-সম্পাদকের নিকট হইতে যাহারা নিবেন, তাঁহারা এই সাত টাকাতেই পাইবেন। পুস্তক-বিক্রেতাদের নিকট হইতে নিলে আট টাকা লাগিবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভেই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কাগজাদির অভাবে তাহা সম্ভব হয় নাই। যুদ্ধাবসানের পরেও ঐরূপ অবস্থা কিছুকাল চলিয়াছিল। এখনও যে কাগজ নিতান্ত সুলভ, তাহা নয়। যাহা হউক, অত্যধিক ব্যয় এবং অর্থের অভাবের কথা চিন্তা করিয়া গ্রন্থপ্রকাশের ইচ্ছাকে অনেক দিন পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা করিতে সাহসী হই নাই। শ্রীমন্ মহাপ্রভু অপ্রত্যাশিতভাবে কার্য্যারম্ভের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীগ্রন্থের প্রথম সংস্করণ "ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার-ভাণ্ডারের" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই ভাণ্ডারের সম্বল কিছুই ছিল না। শ্রীগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য বহুলোকের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া, শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের কৃপাভাজন স্বীয় নাম-প্রকাশে অসম্মত জনৈক উদারচেতা ভদ্রলোক প্রধানতঃ এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া উক্তভাণ্ডারে দশ হাজার টাকা দান করার প্রস্তাব করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুরই প্রেরণা মনে করিয়া আমরা তাহাতে সম্মত হই। তদনুসারে উক্ত "ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার-ভাণ্ডার" একটা ট্রাষ্ট্‌ফণ্ডে পরিণত হইয়াছে এবং তাহার পরিচালনের জন্য কয়েকজন ট্রাষ্টীও মনোনীত হইয়াছেন। তাঁহারাই গ্রন্থপ্রকাশাদিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা করিতেছেন ও করিবেন। এই ভাণ্ডার হইতে টাকা লইয়া গ্রন্থপ্রকাশের কার্য্য আরম্ভ হইবে এবং বিক্রয়লব্ধ সমস্ত টাকাই উক্ত-ভাণ্ডারে জমা হইবে—ইহাই ট্রাষ্টের প্রধান সর্ত্ত। উল্লিখিত ভদ্রলোকের এই অযাচিত কৃপাই শ্রীগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সূচনা করিয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাধারা তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হউক, ভক্তবৃন্দের আশীর্ব্বাদে তাঁহার চিত্ত ভক্তিরসে আপ্লাবিত হউক, ইহাই প্রার্থনা।

যাহা হউক, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া উক্ত দশ হাজার টাকা দ্বারা কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আদিলীলা প্রকাশ করিতেই তাহার অনেক বেশী খরচ হইয়া গিয়াছে। এবার এক এক লীলা এক এক খণ্ডে এবং ভূমিকা পৃথক্ একখণ্ডে প্রকাশ করার ইচ্ছা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে গ্রাহকবৃন্দ অনুগ্রহপূর্ব্বক অগ্রিম মূল্য দিয়া গ্রন্থ-প্রকাশের আনুকূল্য করিয়াছেন। এবারেও তদ্রূপ অনুগ্রহ প্রাপ্তির ভরসাতেই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কি ইচ্ছা জানি না।

শ্রীগ্রন্থের বর্ত্তমান সংস্করণে ইষ্টল্যাণ্ড প্রিন্টার্সের কর্তৃপক্ষ এবং আরও কয়েকজন সহৃদয় বন্ধুর বিশেষ সহানুভূতি এবং সহযোগিতা পাইতেছি। শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহাদের প্রতি কৃপা করুন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় গ্রন্থ-সম্পাদন-উপলক্ষে ভক্তবৃন্দের সেবার যে একটু সুযোগ পাইয়াছি, তাহা আমার পরম-সৌভাগ্য। আমার ন্যায় অভাজনের প্রতি ভক্তবৃন্দ যে অজস্র কৃপাধারা বর্ষণ করিতেছেন, তাহা কেবল তাঁহাদের পতিত-পাবন-গুণেরই পরিচায়ক। তাঁহাদের এবং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপার সম্মিলিত গঙ্গাযমুনাধারা এ অধমের চিত্তমরুর উপর দিয়া যাহা প্রবাহিত করিয়া নিয়াছেন,—রসিক-ভক্তকুল-মুকুটমণি পূজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীর চরণকমলে এবং পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব-পরমগুরুদেবাদির শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক—তাহাই গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকাতে সংগ্রহ করার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু অনাদিকাল-সঞ্চিত কল্মষস্তুপের অন্তরালে অবস্থিত এ দীনহৃদয় তাহাও সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাই অনেক ক্রটী-বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে। এই অপরাধের জন্য ভক্তবৃন্দের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীগ্রন্থের পাঠকবৃন্দের এবং সমগ্র ভক্তবৃন্দের চরণে দণ্ডবৎ-প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থারম্ভে কবিরাজ-গোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি, তিনি যেন কৃপা করিয়া তাহাই এখন আর একবার বলেন—"সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ।"

ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার-ভাণ্ডার,
১১নং সুরেন্ ঠাকুর রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।
১লা শ্রাবণ, শ্রীশ্রীহরিবাসর, ১৩৫৫ সন।

ভক্তপদরজঃ-ভিকারী
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

দ্বিতীয় সংস্করণে নিবেদন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় এবং ভক্তবৃন্দের আশীর্ব্বাদে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে সমগ্র গ্রন্থই এক সঙ্গে প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু গ্রাহকবর্গের আগ্রহাতিশয্যে তাহা সম্ভব হইল না। খণ্ডশঃই প্রকাশ করিতে হইল।

প্রথম সংস্করণে সংস্কৃত-শ্লোক-সমূহের কেবল বঙ্গানুবাদ মাত্র দেওয়া হইয়াছিল; এবার শ্লোকের অন্বয়, অন্বয় মধ্যে প্রতি শব্দের বাঙ্গালা অর্থ, শ্লোকের সংস্কৃত টীকা, শ্লোকের বিস্তৃত বাঙ্গালা ব্যাখ্যা এবং শ্লোকের সহিত পূর্ব্ব-পয়ারাদির সম্বন্ধাদিও সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থের পূর্ব্বার্দ্ধের টীকা খুব সংক্ষিপ্ত ছিল; এবারে তাহাও যথাসম্ভব বিস্তৃত করা হইয়াছে; শেষার্দ্ধের টীকাও যথাসাধ্য সংশোধিত করা হইয়াছে। গ্রন্থশেষে একটা পরিশিষ্টও দেওয়া হইয়াছে। ভূমিকাও পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বিস্তৃত করা হইয়াছে। এসমস্ত কারণে এবার গ্রন্থের কলেবর অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। পূর্ব্ব সংস্করণে ডাবল ফুলস্কেপ আট পেজি ফর্ম্মায় গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল; এবার ডাবল ক্রাউন আট পেজি করা হইয়াছে।

এই সংস্করণের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, পয়ার সমূহের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে; তাহাতে পয়ারের উল্লেখের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। টীকায় যে শব্দগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেগুলি বেশ মোটা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে, যেন সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকার শেষ ভাগে টীকাকারের নাম লিখিত হইয়াছে। যে টীকায় এইরূপ নাম নাই, তাহা গৌরকৃপাতরঙ্গিণী-টীকার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে।

অনেক গুলি গ্রন্থের পাঠ মিলাইয়া পাঠ দেওয়া হইয়াছে। টীকার মধ্যে পাঠান্তরের উল্লেখ এবং ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীর শ্রীপাটে বহু প্রাচীন একখানি হস্ত-লিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আছে; ইহা মূল গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রতিলিপি বলিয়া কথিত হয়। বর্দ্ধমান জেলার বহরাণ-নিবাসী শ্রদ্ধেয় পরমভাগবত শ্রীযুত সত্যকিঙ্কর রায় মহাশয়ের অনুগ্রহে উক্ত গ্রন্থের পাঠ সংগ্রহ করার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে। রায় মহাশয়ের নিকটে আমার সশ্রদ্ধ-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। নোয়াখালী জেলার লেমুয়াবাজার-নিবাসী, বৈষ্ণব-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী আমার পরম সুহৃৎ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় গৌরকৃপাতরঙ্গিণী-টীকার পাণ্ডুলিপি একবার দেখিয়া দিয়া আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার নিকটে আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। *

গ্রন্থ-প্রকাশে অনেক বৈষ্ণবই এ অধমকে আশীর্ব্বাদ ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন; তাঁহাদের সকলের চরণেই আমার সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় একখানা গ্রন্থের টীকা প্রণয়নে আমার যে কোনও যোগ্যতাই নাই, তাহা প্রথম-সংস্করণের নিবেদনেই জানাইয়াছি। এই সংস্করণেও আবার সকলের চরণে নিবেদন করিতেছি—আমার ক্রুটীর অন্ত নাই; আমার মত লোকের নিকটে ক্রুটী ব্যতীত অপর কিছু কেহ আশাও করিতে পারেন না। পরম-করুণ পাঠকবৃন্দ নিজগুণে এ অধমের ক্রুটী মার্জ্জনা করিবেন—ইহাই তাঁহাদের চরণে প্রার্থনা।

কুমিল্লা
২৮।১।৩৬

ভক্ত-পদরজঃ-প্রার্থী
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

---

* আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্তই তিনি পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম চারি পরিচ্ছেদে একটী খণ্ড প্রকাশ করার সময় এই নিবেদন লিখিত হইয়াছিল।

প্রথম সংস্করণে নিবেদন।

আমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য সাধনভজনহীন বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় একখানা গ্রন্থের টীকা লিখিতে যাওয়া যে কেবল ধৃষ্টতা ও অনধিকার-চর্চ্চা তাহা নহে, পরন্তু ইহাতে যেন গ্রন্থের গুরুত্বের প্রতিও কিঞ্চিৎ অমর্য্যাদা দেখান হয়। তথাপি দু'একজন স্নেহান্ধ-বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে আমাকে এই অনধিকার-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। অদোষদর্শী ভক্তবৃন্দ এই অধমের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, ইহাই তাঁহাদের চরণে প্রার্থনা।

কোনও বিশেষ কারণে লিখিত টীকার নাম "গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা" দিতে ইচ্ছা হইল; তাই ঐ নামই দেওয়া হইল; ইহাতেও অধমের ধৃষ্টতাই প্রকাশ পাইতেছে। অন্যান্য ধৃষ্টতার সঙ্গে এই ধৃষ্টতাটুকুও ভক্তবৃন্দ মার্জ্জনা করিবেন—ইহাই প্রার্থনা।

প্রথমে খুব সংক্ষেপে সামান্য কিছু টীকা লিখারই সঙ্কল্প ছিল; আরম্ভও করা হইয়াছিল সেই ভাবেই; কিন্তু সহৃদয়-গ্রাহকগণের কৃপাদেশে টীকা একটু বাড়াইতে হইয়াছে। তথাপি অন্ত্যলীলা সংক্ষেপে সারিবার সঙ্কল্প ছিল; গ্রাহকগণের স্নেহময় আদেশে সে সঙ্কল্পও রক্ষা করিতে পারি নাই। টীকা লেখায়ও অধমের কৃতিত্ব কিছুই নাই; মহানুভব ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের কৃপাশক্তিদ্বারা যাহা লিখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি; নিজের অযোগ্যতাবশতঃ তাহাও হয়তো সকল স্থলে ঠিক মত লিখিতে পারি নাই। ভুলভ্রান্তি হয়তো যথেষ্টই রহিয়াছে—হয়তো কেন, রহিয়াছেই, বিশেষতঃ প্রথমাংশে। ইচ্ছা ছিল, যথাসাধ্য একটা শুদ্ধিপত্র দিব; কিন্তু গ্রন্থের শেষ দেখার নিমিত্ত গ্রাহকদের অধৈর্য্যবশতঃ তাহাও হইয়া উঠিল না।

ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে এই অধম অপ্রত্যাশিতরূপেই বিশেষ কৃপা পাইয়াছে। গ্রন্থের মুদ্রনকার্য্য শেষ হইবার অনেক পূর্ব্বেই এই সংস্করণের সমস্ত গ্রন্থ অগ্রিমমূল্যে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। তাহার পরেও গ্রন্থ পাঠাইবার জন্য যত আদেশ পাইয়াছি, গ্রন্থ দিতে পারিলে এতদিনে বোধ হয় আরও এক হাজার গ্রন্থ বিক্রয় হইয়া যাইত। যাহাহউক, দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণকার্য্যও ইতঃপূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে। এবার প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা কোন কোন বিষয় বেশী থাকিবে; গ্রন্থের পূর্ব্বার্দ্ধেরও বিস্তৃত টীকা দেওয়া হইতেছে। গ্রন্থ অনেক বড় হইবে, প্রকাশিত হইতে একটু বিলম্ব হওয়ারই সম্ভাবনা। গ্রাহকদিগকে খণ্ডে খণ্ডে গ্রন্থ দেওয়ার অনেক অসুবিধা। দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা করার ইচ্ছা নাই। খণ্ড করিলেও এক এক লীলায় এক এক খণ্ড করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বসঙ্কল্প অনুসারে গ্রন্থের আয়তন বেশী বড় হইত না। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলাগ্রন্থ বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থলাভ করার ইচ্ছাও ছিলনা, তাই খরচের অনুমান করিয়া প্রথমে অল্প মূল্য (১৷৵০) ধার্য্য করা হইয়াছিল। তখনও অনেকে কৃপা করিয়া গ্রাহক হইয়াছিলেন। তারপর যখন ক্রমশঃ টীকা কিছু বাড়ান হইল, ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনায় মূল্যও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া চারিটাকায় স্থির হইল। চারিটাকা মূল্যেই যখন প্রায় সমস্ত গ্রন্থের জন্য গ্রাহক পাওয়া গেল, তখনই অন্ত্যলীলার টীকা বাড়াইতে হইল, তাহাতে খরচও বাড়িয়া গেল; কিন্তু অবিক্রীত গ্রন্থ আর না থাকায় মূল্য বাড়াইতে পারা গেলনা। প্রতিগ্রন্থে চারিটাকার অনেক বেশী খরচ পড়িয়াছে। অধিকন্তু বিনামূল্যের এবং অর্দ্ধমূল্যের গ্রাহকও কিছু আছেন। ফলতঃ এই সংস্করণে অনেক টাকা ক্ষতি হইয়াছে। আমার মত অবস্থার লোকের পক্ষে এত টাকার ক্ষতি সহজ ব্যাপার না হইলেও এই শ্রীগ্রন্থ-প্রকাশ-উপলক্ষে আমার ভাগ্যে সহৃদয় ভক্তবৃন্দের যে অজস্র কৃপালাভ ঘটিয়াছে, তাহাতেই আমি পরম-পরিতুষ্ট।

আমার ত্রুটীর অন্ত নাই, আমার মত লোকের নিকটে ত্রুটী ব্যতীত অপর কিছু কেহ আশাও করিতে পারেন না। পরম-করুণ ভক্তবৃন্দ নিজগুণে এ অধমের ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন—ইহাই তাঁহাদের চরণে প্রার্থনা।

কুমিল্লা
১০।৩।৩৪

ভক্তপদরজঃপ্রার্থী
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

আদিলীলার সূচীপত্র।

বিষয় — পত্রাঙ্ক

প্রথম পরিচ্ছেদ

গুর্ব্বাদি-নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ ১
সামান্য-নমস্কারের লক্ষণ ২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দের বন্দনা, বিশেষ নমস্কার-লক্ষণ, বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণাত্মক শ্লোক ৩
আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণাত্মক শ্লোক ৫
অনর্পিতচরীং-শ্লোক-ব্যাখ্যা (তৎ প্রসঙ্গে শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্লোকদ্বারা আশীর্ব্বাদের হেতু, হরি-শব্দের দুইরকম মুখ্য অর্থ, জীবের চরমতম কাম্য, দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশের তাৎপর্য্য, গৌরকরুণার বৈশিষ্ট্য—করুণার মাধুর্য্য ও উল্লাস, ইত্যাদি) ৬
গৌরের স্বরূপ প্রকাশক শ্লোক ১৯
গৌর-অবতারের মূল-প্রয়োজনাত্মক শ্লোক ২১
শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বাত্মক শ্লোক ২২
শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্বাত্মক শ্লোক ২৫
পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্লোক ২৬
শ্রীকৃষ্ণলীলায় পঞ্চতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণ বন্দনা ২৭
দীক্ষাগুরুর তত্ত্ব ৩৬
শিক্ষাগুরু-স্বরূপ শিক্ষাগুরুতত্ত্ব-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুঃশ্লোকী ব্যাখ্যা ৪৩
সৃষ্টির পূর্ব্বে সপরিকর ভগবানের অবস্থিতি ৪৭
মায়ার স্বরূপ ৫০
মুখ্য জিজ্ঞাসা, ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ৫৫
সৎসঙ্গ-মাহাত্ম্য ৬৮
শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণ, শ্রীকৃষ্ণকায়ব্যূহ ৮১
অবতারাদির সামান্য কথন ৮২
পরম-ধর্ম্মের লক্ষণ ৮৬
কৃষ্ণভক্তির বাধক কর্ম্মাদি ৮৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বস্তু নির্দ্দেশক শ্লোকব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্বনিরূপণ ৯৯
প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকথন ১০১

বিষয় — পত্রাঙ্ক

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পূর্ণ-ভগবান্—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষ ১০৩
অদ্বয় তত্ত্ব ১০৪
ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি—ইহার তাৎপর্য্য, উপাসনানুসারে পরতত্ত্বের অনুভব ১০৭, ১১৬
একই পরমাত্মার বিভিন্ন দেহে অবস্থিতি ১১৩
উপাসনা-ভেদে অনুভবের পার্থক্য ১০৭, ১১৬
পরব্যোমাধিপতি-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ অংশ, শ্রীকৃষ্ণ মূল নারায়ণ ১১৭
তুরীয়ের লক্ষণ, উপাধি ১২৬
তিন পুরুষের মায়াতীতত্ব ১২৮
শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বসম্বন্ধে বিরুদ্ধমতের খণ্ডন ১৩০
শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্ত্বা-বিচার ১৩৪
অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ-দোষের পরিচয় ১৪৩
মহাপুরাণের লক্ষণ ১৪৪
শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়তত্ত্ব ১৪৬
ছয়রূপে কৃষ্ণের বিলাস, বিভিন্ন গ্রন্থমতের সমালোচনা ১৪৮
বাল্য ও পৌগণ্ড কৃষ্ণস্বরূপের ধর্ম্ম ১৫০
কৃষ্ণ অনন্তরূপে একরূপ ১৫১
চিচ্ছক্তির বৈভব ১৫২
মায়াশক্তির বৈভব ১৫৩
জীবশক্তি ১৫৫
কৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্ত্বাবিচারের উপসংহার ১৫৭
কৃষ্ণসম্বন্ধে বিবিধ মত-খণ্ডনের উপসংহার ১৫৯
সিদ্ধান্ত-জ্ঞানের উপকারিতা ১৬১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যাবতারের সামান্যকারণ-কথন ১৬৪
গোলোক-বিবরণ ১৬৪
স্বয়ংভগবানের অবতরণের সময়-নিয়ম ১৬৫
প্রকট ও অপ্রকট প্রকাশ, নিত্যপরিকরগণ ১৬৫

বিষয় | পত্রাঙ্ক

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ব্রহ্মার দিনের পরিমাণ, চতুর্দ্দশ মনু ১৬৬
চারিভাবের প্রেমনির্য্যাস-আস্বাদন ১৬৭
প্রকটলীলার অন্তর্দ্ধানের তাৎপর্য্য, ভগবানের ন্যায় পরিকরদেরও বহুরূপে প্রকাশ ১৬৮
ভক্তিবিনা জগতের নাহি অবস্থান ১৬৯
বিধিভক্তি, তদ্দ্বারা ব্রজভাবের অপ্রাপ্তি ১৭০
জগতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্য কেন ১৭০
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেম ১৭১, ২৪৩
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমূলক সাধনে চতুর্ব্বিধামুক্তি ১৭২
সার্ষ্টি-সারূপ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তি ১৭৩
যুগধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন ১৭৪
কলিতে নামসঙ্কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য ১৭৫
চারিভাবের ভক্তিদান-সঙ্কল্প ১৭৫
লোকসংগ্রহার্থ ভগবানের কর্ম্ম ১৭৮
কৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ প্রেমদানে অসমর্থ ১৭৯
প্রকটলীলার নিত্যত্ব, কৃষ্ণলীলান্তর্দ্ধানের পরে গোলোকে বসিয়া গৌরলীলার প্রকটনবিষয়ে সঙ্কল্পের বিচার ১৮১
ধামপ্রকটনের তাৎপর্য্য, অস্মদ্দৃশ্যধামের বিবরণ ১৮২
গৌরের বিশ্বম্ভর-নামের সার্থকতা ১৮৪
আসন্ বর্ণাঃ—শ্লোকের অর্থ, তৎপ্রসঙ্গে কৃষ্ণের ও গৌরের স্বয়ংভগবত্ত্বা-বিচার, যুগাবতারত্বখণ্ডন, দ্বাপরের উপাস্য শ্যামের স্বয়ং-ভগবত্ত্বাবিচার, যথাশ্রুত-অর্থ ও গূঢ়ার্থ ১৮৫
কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলায় সম্বন্ধ, গৌরের পীতবর্ণধারণসম্বন্ধে বিচার ১৯৪
মহাপুরুষের লক্ষণ ১৯৬
মহাভারতে গৌর-অবতারের প্রমাণ ১৯৮
কৃষ্ণবর্ণংত্বিষাকৃষ্ণং-শ্লোকের অর্থ-প্রসঙ্গে গৌরের স্বয়ংভগবত্ত্বার ও রাধাভাবকান্তি দ্বারা আচ্ছাদিতত্ত্বের প্রমাণ ২০০
গৌরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিই অস্ত্র-পার্ষদ ২০৭
গৌর সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক ২১৩
অশ্বমেধ-যজ্ঞ অপেক্ষা নামের প্রভাব অধিক ২১৪
উপপুরাণে গৌরের অবতার কথা ২১৬
অভক্তের পক্ষে ভগবদনুভব অসম্ভব ২১৭

বিষয় | পত্রাঙ্ক

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভক্তের নিকটে ভগবান্ আত্মগোপনে অসমর্থ ২১৮
ভগবানের জগতে অবতরণের প্রকার ২২১
কৃষ্ণাবতারের জন্য অদ্বৈতের সাধন ২২২
ভগবানের ভক্তবাৎসল্য, আত্মপর্য্যন্ত দান ২২৫
অদ্বৈতের আরাধনা গৌর অবতারের কিরূপ হেতু, তাহার বিচার ২২৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গৌর-অবতারের মূল প্রয়োজন বর্ণনাত্মক শ্লোক ২৩১
ভূভারহরণ কৃষ্ণাবতারের বহিরঙ্গ কারণ ২৩১
ভূভার-হরণ বিষ্ণুর কার্য্য ২৩২
পূর্ণ ভগবানের মধ্যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ ২৩৩
গৌরের বিগ্রহে তাহার প্রমাণ-প্রকটন ২৩৩
কৃষ্ণাবতারের মুখ্য কারণ সম্বন্ধে আলোচনা ২৩৪
ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে ভগবানের প্রীতি হয় না ১৭১, ২৪৩
শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতিত্বহীনতা ২৪৩
শুদ্ধভক্তের লক্ষণ ২৪৬
ভগবানের শুদ্ধপ্রেমবশ্যতা ২৪৮
ভক্তের প্রেমলাভে কৃষ্ণের কৃতার্থতাজ্ঞান ২৪৯
কৃষ্ণপ্রেয়সীদের তিরস্কারেও কেন আনন্দ ২৫১
কৃষ্ণপরিকরদের নিত্যত্ব, অপ্রকটের নিত্যপরিকরদের সঙ্গেই প্রকটে অবতরণ ২৫২
প্রকটের ঔপপত্য সম্বন্ধে বিচার ২৫৪
অবাস্তব ঔপপত্যে কিরূপে রসাস্বাদন সম্ভব ২৫৭
ঔপপত্যভাবের প্রভাব ২৫৮
প্রকটের লীলারসের বৈশিষ্ট্য ২৫৯
রসনির্য্যাসাস্বাদন-ব্যপদেশে সর্ব্বভক্তের প্রতি অনুগ্রহ ২৬০
ভগবল্লীলানুকরণের অবৈধতাবিচার ২৬৪
যুগধর্মপ্রবর্ত্তন গৌর-অবতারের কারণ নহে ২৬৮
আস্বাদনের ব্যপদেশে আচণ্ডালে কীর্ত্তন-প্রচার ২৬৯
ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ভক্তি-প্রচার ২৭০
কোন্ ভক্তের ভাব অঙ্গীকার? ২৭০
শৃঙ্গাররসের মাধুর্য্যাতিশয্যসত্ত্বেও রুচিভেদে অন্য-রসাস্বাদনের বাসনা ২৭১
স্বকীয়া-পরকীয়া-ভেদে মধুররস দ্বিবিধ ২৭২

বিষয় পত্রাঙ্ক

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পরকীয়া ভাবে রসের উল্লাস ; কিন্তু প্রাকৃত পরকীয়া নিন্দিত ২৭৩
ব্রজবধূগণের ভাব, রাধাভাবের শ্রেষ্ঠত্ব ২৭৪
শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার ২৭৫
শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে রাধাভাব গ্রহণ করেন ২৭৮
রাধাকৃষ্ণ একআত্মা, রসাস্বাদনার্থ দুই দেহ ২৭৯
শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিকার, হ্লাদিনী ২৮০
মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত শক্তি ; শ্রীরাধা হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী ; পরিকরগণ স্বরূপশক্তির বিলাস ; স্বরূপশক্তির তত্ত্ব ২৮১
স্বরূপশক্তির ত্রিবিধা অভিব্যক্তি ২৮২
বিশুদ্ধসত্ত্ব, আত্মবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা ২৮৩
জীবে স্বরূপশক্তির অস্তিত্বাভাব, বিচার ২৮৫
ভগবদ্ধামাদি স্বরূপশক্তির বিলাস ২৮৮
শুদ্ধসত্ত্বেই ভগবানের প্রকাশ, মায়িক সত্ত্বে অনাবৃত প্রকাশ অসম্ভব ২৮৯
ভগবৎ-স্বরূপের ও পরিকরের বিগ্রহ শুদ্ধসত্ত্বময় ২৯১
মহাভাবের পরিচয় ২৯২
শ্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপা ২৯৪
শ্রীরাধায় সন্ধিনী ও সম্বিৎ ২৯৫
শ্রীরাধাতত্ত্ব ২৯৬
শ্রীরাধার দেহাদি প্রেমগঠিত ২৯৭
শ্রীরাধা কিরূপে লীলার সহায় হন ২৯৮
শ্রীরাধা হইতে কান্তাগণের বিস্তার, লক্ষ্মী ও মহিষীগণের তত্ত্ব ২৯৯
গোপীগণের তত্ত্ব ৩০২
রাস-শব্দের অর্থ ; রাসে সমস্ত রসের অভিব্যক্তি ৩০৪
দেবী কৃষ্ণময়ী-শ্লোকে শ্রীরাধার স্বরূপ ৩০৫
শ্রীরাধা সর্ব্বপালিকা, সর্ব্বজগতের মাতা এবং সর্ব্বলক্ষ্মী ৩১১
শ্রীরাধা সর্ব্বশক্তিবর্য্যা, সর্ব্বকান্তি ৩১৩
রাধা ও কৃষ্ণে অভেদ ৩১৪
শক্তি ও শক্তিমানে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ ৩১৬
একস্বরূপ রাধাকৃষ্ণ লীলানুরোধে দুই ৩২৩
গৌর-অবতারের গূঢ় হেতু ৩২৫

বিষয় পত্রাঙ্ক

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ৩২৭
কৃষ্ণের কৌমার ও পৌগণ্ডের সাফল্য ৩২৮
রাসাদিলীলায় কৈশোর, কাম ও জগতের সফলতা ৩২৯
শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ-ভূত বাসনাত্রয়ের মধ্যে প্রথম বাসনার বিবরণ ৩৩৭
শ্রীকৃষ্ণের ও রাধাপ্রেমের বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ত্ব ৩৪০
বিষয়জাতীয় ও আশ্রয় জাতীয় সুখ ৩৪৩
শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপে অবতীর্ণ হওয়ার কারণরূপা দ্বিতীয় বাসনার বিবরণ ৩৪৪
রাধাপ্রেম ও কৃষ্ণমাধুর্য্যের হুড়াহুড়ি বৃদ্ধি ৩৪৫
ভক্তের প্রেমানুরূপ মাধুর্য্যের আস্বাদন ৩৪৭
কৃষ্ণমাধুর্য্যের স্বাভাবিক শক্তি, আস্বাদনে অতৃপ্তি ৩৫০
শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপে অবতরণের কারণভূতা তৃতীয় বাসনা, গোপীপ্রেমের স্বভাব ৩৫৭
কাম ও প্রেমের বৈলক্ষণ্য ৩৬০
দৃঢ় অনুরাগের লক্ষণ ৩৬১
গোপীপ্রেমের কামগন্ধহীনতা ৩৬৪
গোপীপ্রেমের নিকট শ্রীকৃষ্ণের ঋণিত্ব ৩৬৮
নিরুপাধি প্রেমে বিষয়ের সুখে আশ্রয়ের সুখ ৩৭৬
গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহায়, গুরু,—সব ৩৮১
গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছিত জানেন ৩৮২
অন্য গোপীগণ রসোপকরণ ৩৮৪
শ্রীরাধার ভাব লইয়া গৌররূপে কৃষ্ণের অবতার ৩৮৬
কৃষ্ণ-রূপরসাদি হইতে রাধা-রূপাদির উৎকর্ষ ৩৯১
বিচারে রাধারূপাদি হইতে কৃষ্ণরূপাদির উৎকর্ষ ৩৯৪
তিন সুখ আস্বাদিতে রাধাভাবকান্তির অঙ্গীকার ৪০০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিত্যানন্দতত্ত্ব-বর্ণনারম্ভ ৪০৩
মূল সঙ্কর্ষণের পঞ্চরূপে কৃষ্ণসেবা ৪০৪
বৃন্দাবনই অনন্ত ভগবদ্ধামরূপে প্রকটিত ৪০৭
ভগবদ্ধামসমূহের অবস্থান, বিভিন্নধামে বলদেবের বিভিন্ন-রূপ, গোলোকের সর্ব্বোপরিতনত্ব ও তাহার তাৎপর্য্য ৪০৮
ভগবানের বিভুতার ন্যায় ধামের বিভুতা ৪১০

বিষয়	পত্রাঙ্ক
পঞ্চম পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)	
কৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে ধামের প্রকাশ	৪১১
গোলোকের চিন্ময়ত্ব, প্রাকৃত নয়নের অদৃশ্যত্ব	৪১২
দ্বারকাচতুর্ব্যূহ	৪১৫
পরব্যোমাধিপতির শক্তি ও লীলা	৪১৭
সিদ্ধলোক	৪১৯
কারণার্ণবসম্বন্ধে বিচার	৪২৩, ৪২৯
পরব্যোমচতুর্ব্যূহ, সঙ্কর্ষণের তত্ত্বাদি	৪২৫
বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি চিন্ময়	৪২৯
কারণার্ণবশায়ীর তত্ত্ব	৪৩০
প্রধান ও প্রকৃতি	৪৩২
সৃষ্টিবিষয়ে সাংখ্যমত-খণ্ডন	৪৩৩
গর্ভোদশায়ীর তত্ত্ব	৪২২, ৪৪৭
ক্ষীরোদশায়ীর তত্ত্ব	৪৫১
শেষ বা অনন্তদেবের তত্ত্ব	৫৫২
পূর্ব্বলীলায় নিত্যানন্দের ভাব	৪৫৫, ৪৬১
একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ—আলোচনা	৪৫৮
গ্রন্থকারের প্রতি নিত্যানন্দের কৃপা	৪৬৪
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	
শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব	৪৭৬
অদ্বৈতের জগদুপাদানত্ব	৪৭৭
দাস্যভাবের মাহাত্ম্য	৪৮৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বভাবে পূর্ণ	৫০৩
সপ্তম পরিচ্ছেদ	
পঞ্চতত্ত্ব, গুরুতত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ	৫০৫
সর্ব্বত্র প্রেমদান-বিবরণ	৫০৯
প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের হেতু	৫১৩
কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের উদ্ধার-কথা	৫১৭
সন্ন্যাসিসভায় নামমাহাত্ম্য কথন	৫২২
পুরুষার্থ, পরমপুরুষার্থ প্রেম	৫২৫
মুখ্যাবৃত্তির লক্ষণ	৫৩৬
লক্ষণা ও গৌণীবৃত্তির লক্ষণ	৫৩৭
ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ প্রকাশ, গৌণার্থ খণ্ডন	৫৪০
ঈশ্বরের সাত্ত্বিকবিকারত্ব-খণ্ডন	৫৪৭
শ্রুতির মুখ্যার্থে জীবতত্ত্ব, শঙ্করের অর্থখণ্ডন	৫৪৮
সপ্তম পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)	
মুখ্যার্থে পরিণামবাদ স্থাপন	৫৫৫
শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন	৫৫৯
প্রণবের মহাবাক্যত্ব স্থাপন, তত্ত্বমসির মহাবাক্যত্ব-খণ্ডন	৫৬৬
সর্ব্ববেদসূত্রে কৃষ্ণই প্রতিপাদ্য	৫৬৯
লক্ষণার্থে বেদের স্বতঃপ্রমাণতাহানি	৫৭০
প্রভুকর্ত্তৃক বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ	৫৭২
ভগবান্‌ই সকল বেদের সম্বন্ধ	৫৭৩
সর্ব্ব-বেদের অভিধেয় সাধনভক্তি	৫৭৪
বেদে নবধা-ভক্তির কথা	৫৭৫
ব্রহ্মসূত্রে প্রয়োজনতত্ত্ব	৫৭৬
কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের পরিবর্ত্তন	৫৭৮
প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন	৫৭৯
অষ্টম পরিচ্ছেদ	
প্রভুর ভজনীয়ত্ববর্ণন-প্রসঙ্গে তাঁহার কৃপার বিশেষত্ব-প্রদর্শন	৫৮৩
হরিভক্তির সুদুর্ল্লভত্ব, সাসঙ্গ ও অনাসঙ্গ ভজন	৫৮৬
প্রভুকর্ত্তৃক সর্ব্বত্র সুদুর্ল্লভ-প্রেমদান	৫৯১
নিতাই-গৌরে অপরাধের বিচার নাই	৫৯৩
নামমাহাত্ম্য	৫৯৫
প্রভু কিরূপে অপরাধীকে প্রেম দিলেন	৫৯৬
শ্রীচৈতন্যভাগবত-শ্রবণের মহিমা	৫৯৯
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপ্রণয়নার্থ বৈষ্ণবাদেশ	৬০১
শ্রীমদনগোপালের আজ্ঞামালা	৬০৪
নবম পরিচ্ছেদ	
ভক্তিকল্পতরুবর্ণন	৬০৭
নির্ব্বিচারে প্রেমদানের সঙ্কল্প	৬১০
পরোপকারে মানবজন্মের সার্থকতা	৬১১
দশম পরিচ্ছেদ	
প্রেমকল্পতরুর মুখ্যশাখা বর্ণন (মহাপ্রভুর মুখ্যভক্তগণের নাম)	৬১৭
একাদশ পরিচ্ছেদ	
প্রেমকল্পতরুর নিত্যানন্দশাখা বর্ণন	৬৩১
বীরভদ্রগোস্বামীর পরিচয়	৬৩২

বিষয়	পত্রাঙ্ক
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	
প্রেমকল্পতরুর অদ্বৈতশাখা বর্ণন	৬৩৮
শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধ	৬৪৪
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মুখবন্ধ	৬৫১
গ্রন্থের উপাদানসংগ্রহের বিবরণ	৬৫২
মহাপ্রভুর জন্মলীলা	৬৫২
প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গালার ধর্ম্মবিষয়ক অবস্থা, বিশ্বরূপের জন্মাদি	৬৫৮
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ	
প্রভুর বাল্যলীলা, গৃহে লগ্নপদচিহ্ন	৬৭১
শিশুলীলায় জ্ঞানযোগকথন	৬৭৪
অতিথি-বিপ্রের অন্নগ্রহণ	৬৭৫
শিশুদের সঙ্গে ও গঙ্গাঘাটে লীলা	৬৭৬
বাল্যলীলাচ্ছলে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশ	৬৮০
দেবস্তুতি, শূন্যপদে নূপুর-ধ্বনি	৬৮২
ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক স্বপ্নে প্রভুসম্বন্ধে জগন্নাথমিশ্র প্রতি উপদেশ	৬৮৪
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ	
পৌগণ্ডলীলাসূত্র	৬৮৭
প্রভুর অধ্যয়নলীলা	৬৮৯
মাতাকে একাদশীব্রতের উপদেশ	৬৮৯
জগন্নাথমিশ্রের অন্তর্দ্ধান	৬৯১
বৈষ্ণবশ্রাদ্ধের বিশেষ বিধি	৬৯২
লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে প্রভুর বিবাহ	৬৯৪
ষোড়শ পরিচ্ছেদ	
প্রভুর কৈশোরলীলা, অধ্যাপন	৬৯৬
প্রভুর পূর্ব্ববঙ্গে গমন, অধ্যাপন, কীর্ত্তনপ্রচার, তপনমিশ্রের প্রতি কৃপা	৬৯৭
লক্ষ্মীপ্রিয়ার অন্তর্দ্ধান, প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তন	৭০০
বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবাহ, বিবাহের হেতু	৭০১
ষোড়শ পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)	
দিগ্‌বিজয়িজয়	৭০১
দিগ্‌বিজয়ীর শ্লোকের দোষগুণ-বিচার	৭০৮
দিগ্‌বিজয়ীর প্রতি কৃপা	৭১৯
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ	
প্রভুর যৌবনলীলা বর্ণন, বায়ুব্যাধিচ্ছলে প্রেমপ্রকাশ	৭২২
প্রভুর গয়াগমন ও দীক্ষালীলা	৭২৩
অদ্বৈতপ্রভুকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন	৭২৪
প্রভুর অভিষেক ও ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ	৭২৫
নিত্যানন্দপ্রভুকে ষড়ভুজরূপ প্রদর্শন	৭২৬
নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা, জগাইমাধাই উদ্ধার, সাতপ্রহরীয়াভাব, বরাহ-আবেশ	৭২৮
হরের্নাম-শ্লোকার্থ, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগের ফলও নামকীর্ত্তনে প্রাপ্তব্য	৭২৯
ঋগ্বেদে ও শ্রুতিতে নামমাহাত্ম্য	৭৩০
হরিনামগ্রহণের বিধি	৭৩৩
শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তনারম্ভ	৭৩৬
গোপালচাপালের কাহিনী	৭৩৮
প্রভুর প্রতি ব্রহ্মশাপ	৭৪১
নামে অর্থবাদ-নিন্দন	৭৪৪
অলৌকিক আম্রবৃক্ষের কাহিনী	৭৪৮
সর্ব্বজ্ঞ জ্যোতিষীর কাহিনী	৭৫০
ঘরে ঘরে কীর্ত্তনের আদেশ	৭৫২
কাজীর অত্যাচার	৭৫৩
কাজী-উদ্ধার-প্রসঙ্গে মহাসঙ্কীর্ত্তন	৭৫৪
গোবধ-সম্বন্ধে বিচার	৭৫৭
কাজীর অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন	৭৫৯
প্রভুকর্ত্তৃক কৃষ্ণলীলার অভিনয়	৭৬৯
সন্ন্যাসের সঙ্কল্প	৭৭১
সন্ন্যাসগ্রহণ	৭৭৩
রাধাপ্রেমের অদ্ভুতশক্তির পরিচয়, প্রেম-প্রভাবে ঐশ্বর্য্য স্তম্ভিত	৭৭৪

সূচীপত্র সমাপ্ত।